পাকা আমন ঘরে তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ঝিনাইদহের কৃষকরা

ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’ এর প্রভাবে টানা তিন দিনের বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছেন ঝিনাইদহের কৃষকরা। মাঠে পাকা আমন ধান, শীতকালীন সবজি, সরিষা ও গমের আবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা। অনেক জমিতে বৃষ্টির পানি জমে পাকা ধান তলিয়ে গেছে।

কোথাও কোথাও হালকা বাতাসে কাঁচা ধানও মাটিতে নুয়ে পড়েছে। ফলে ধান কাটা ও ঘরে তোলা নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন কৃষকরা।

গত বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টিতে জেলার কৃষি ও জনজীবনে স্থবিরতা নেমে এসেছে। বৃষ্টির কারণে মাঠে কাজ করতে না পারায় কৃষিশ্রমিকরাও বিপাকে পড়েছেন। অন্যদিকে, জমিতে পড়ে থাকা ধান কাটতে ও মাড়াই করতে কৃষকদের অতিরিক্ত শ্রমিক ও খরচের চাপ সামলাতে হচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, জেলার বিভিন্ন এলাকার ধানখেতে বৃষ্টির পানি জমে বিস্তীর্ণ মাঠ তলিয়ে গেছে। কোথাও ধানের শিষ পানির নিচে ডুবে রয়েছে। ক্ষতি কমাতে কোনো কোনো কৃষক পানিতে তলিয়ে থাকা ধান দ্রুত কেটে নিচ্ছেন। আবার অনেক জমিতে কাঁচা ধান মাটিতে পড়ে গেছে। এতে ধান কাটতে ও ঘরে তুলতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় ও শ্রম লাগছে।

জেলা সদর উপজেলার বৈডাঙ্গা, উত্তর নারায়ণপুর, ভবানীপুর, কুমড়াবাড়িয়া, রামনগর, গান্না ও মহারাজপুর এলাকায় পাকা আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অনেক ধানের জমিতে পানি জমে থাকায় ধান কাটতে আরও অন্তত দুই সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এতে ফলন কমে যাওয়ার পাশাপাশি ধানের মানও নষ্ট হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

শুধু আমন ধান নয়, টানা বৃষ্টিতে শীতকালীন শাকসবজি, সরিষা ও গমের আবাদও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সবজির জমিতে দুই দিন পানি জমে থাকলে গাছ পচে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। এ ছাড়া সরিষা ও গমের বীজ বপনেও বিলম্ব হতে পারে।
বৈডাঙ্গা গ্রামের কৃষক জহুরুল ইসলাম বলেন, পানিতে তলিয়ে থাকা ধান বাজারে কম দামে বিক্রি করতে হয়। এতে আমাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

কালুহাটি গ্রামের কৃষক মো. সোলাইমান বলেন, বৃষ্টিতে ধানের পাশাপাশি শীতকালীন সবজির ক্ষেতও অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। সরিষা ও গমের আবাদও পিছিয়ে যাবে। পানিতে ডুবে যাওয়া ধান কাটা ও মাড়াইয়ের খরচ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এত খরচ কীভাবে মেটাব, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি আমন মৌসুমে জেলার ছয়টি উপজেলায় ১ লাখ ৪ হাজার ৫০৬ হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ ধান মাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া জেলায় চলতি মৌসুমে ৫ হাজার ৩৮০ হেক্টর জমিতে গম এবং ১৩ হাজার ৫২৬ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. কামরুজ্জামান বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে আমন ধানের ক্ষতি কিছুটা বেশি হতে পারে। শীতকালীন সবজির ক্ষেত বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া সরিষা, গম ও ভুট্টার বীজ বপন ও রোপণেও কিছুটা বিলম্ব হতে পারে। তিনি আরও বলেন, ফসলের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা কাজ করছেন। তবে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ এখনই নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে টানা বৃষ্টিতে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না অনেকেই। কাজ না পেয়ে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া দিনমজুররাও। বৈরী আবহাওয়া দীর্ঘায়িত হলে আমন ধানের পাশাপাশি শীতকালীন ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা।